দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ OCT 10 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সকল প্রতিশ্রুতি ভেঙে মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত খড়গ

জমিয়াতুল মোদার্রেছীনসহ শীর্ষ শিক্ষক নেতৃবৃন্দের ক্ষোভ নিন্দা

ইনকিলাব রিপোর্ট

জোট সরকারের পাঁচ বছরে প্রতিশ্রুতি ভাঙায় রেকর্ড গড়ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে মাদ্রাসায় ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। আর এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জারি করেছে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংসের নয়া 'এক' আদেশ। এ আদেশের অন্তরালে খড়্গ চাপিয়ে দেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষ নির্মূলের ফাঁদ পাতা হয়েছে। জারি করা আদেশে বিস্মিত হয়েছে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। তীব্র ক্ষোভের সাথে নিন্দা জানিয়েছেন তারা মাদ্রাসায় ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষকের আদেশ কোন অবস্থাতে কার্যকর হবে না, করতে দেয়া হবে না বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। সর্বস্তরের শিক্ষক ২-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

জমিয়াতুল মোদার্রেছীনসহ শীর্ষ শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংগঠন, দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, মাদ্রাসা শিক্ষার ধারক-বাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের মতামতকে অবজ্ঞা করে পরিকল্পিতভাবে মূলধারার মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিলুপ্ত করতে নয়া আদেশে মাদ্রাসাসহ সব বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করেছে। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষক নিয়োগে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের নামে জারি করা আদেশে বলা হয়েছে যে, , কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন রকম ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানসহ জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভবিষ্যতে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও'র (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) ক্ষেত্রে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৩০ শতাংশে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কোটা পূরণ করবে না সেসব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হবে না মর্মেও জারি করা আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মৃত্যু, বরখাস্ত বা অবসরজনিত কারণে কোন পদ শূন্য হলে সে ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ মহিলা কোটা আগে পূরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর মহিলা কোটা পূরণের জন্য জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার সময় 'পুরুষ প্রার্থীর আবেদন করার প্রয়োজন নেই' উল্লেখ করার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে।

একই সাথে আরো বলা হয়েছে যে, যদি কোন প্রতিষ্ঠান মহিলা কোটা পূরণের জন্য জাতীয় পত্রিকায় পরপর তিনবার বিজ্ঞাপন দিয়েও প্রার্থী না পায় সে ক্ষেত্রে সরাসরি মন্ত্রণালয়ে শর্ত শিথিলের জন্য আবেদন করতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ মন্ত্রণালয় আবেদন পেলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত দেবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জোট সরকারের মেয়াদের গোড়ার দিক থেকেই স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগে সরকারী সিদ্ধান্ত শিথিল করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষকদের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনসহ বেসরকারী শিক্ষকদের সকল সংগঠন সরকারের কাছে জোর দাবী জানাতে থাকে। বিশেষ করে পুরুষ মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবীতে সকল শিক্ষক সংগঠনের পাশাপাশি দেশবরেণ্য পীর-মাশায়েখ ও আলেম-ওলামাগণ সোচ্চার হয়ে ওঠেন। জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দ শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দফায় দফায় বৈঠক করে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠককালেও জোরালোভাবে এ দাবী উত্থাপন করেন। মাঠ প্রশাসন থেকেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে নানামুখী প্রতিবন্ধকতার প্রতিবেদন জমা পড়ে। মাঠ প্রশাসনের প্রতিবেদন এবং জমিয়াতুল মোদার্রেছীনসহ অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনের দাবীর যৌক্তিকতা তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা প্রাথমিকভাবে শিথিল করার এবং চূড়ান্তভাবে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারেরও প্রতিশ্রুতি দেন। প্রধানমন্ত্রীও বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন। সে হিসেবে মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টিতে নমনীয় অবস্থান গ্রহণের পর সরকারের মেয়াদের শেষ সময়ে এসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হঠাৎ করে বিগত সময়ের সকল প্রতিশ্রুতি ভেঙে উল্টো বাধ্যবাধকতা আরোপ করে আদেশ জারি করেছে।

এ ধরনের আদেশে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং সরকারের কার্যক্রমের কঠোর সমালোচনা করেছেন বেসরকারী শিক্ষক- কর্মচারীদের অন্যতম বৃহৎ মোর্চা জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ ও বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীন।

প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, সাধারণ স্কুল-কলেজের ক্ষেত্রে এ আদেশ নীতিগতভাবে মেনে নেয়া গেলেও কোন অবস্থাতেই মাদ্রাসার ক্ষেত্রে মেনে নেয়া যায় না। পুরুষ মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ চাপিয়ে দেয়া সম্পূর্ণরূপে নৈতিকতা ও বাস্তব বিবর্জিত। কোন অবস্থাতেই এ ধরনের আদেশ মেনে নেয়া যায় না। এমনটি কার্যকর হওয়া মানে মাদ্রাসার স্বতন্ত্র বিনষ্ট করে ফেলা। জনাব কাজী ফারুক এ ধরনের আদেশকে তুগলকি আদেশ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অপর বৃহৎ মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি প্রফেসর এম শরিফুল ইসলাম বলেছেন, এ ধরনের আদেশ জারি করে শিক্ষামন্ত্রী দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হৃদয়ে আঘাত করছেন। জোট সরকারের প্রতি জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তুলছেন। যেখানে অনেক এলাকার স্কুল-কলেজেই প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মহিলা শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষায়ও ৩০ শতাংশে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ হাস্যকর। ধর্মীয় অনুভূতির কথা নাইবা বললাম। এটা কোন অবস্থাতেই পালনযোগ্য নয়। উপজেলা এমনকি জেলা পর্যায়ের মাদ্রাসায়ও বিষয়ভিত্তিক মহিলা শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফলে মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষকশূন্যতা চরম আকার ধারণ করবে। মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে শিক্ষা কার্যক্রম।

জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেন, এ ধরনের আদেশ দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে শিক্ষামন্ত্রী তথা সরকারের ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষকদের সাথে বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেটি ভঙ্গ করেছে। নানা কৌশলে সরকার দেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুলে দেয়ার পাঁয়তারা করছে। সরকারের এ ধরনের মোনাফেকি ইসলামী জনতা কখনো মেনে নেবে না। আগামীদিনের কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে সরকারের এ আদেশ প্রত্যাহার করা উচিত। নইলে যে ক্ষতির সম্মুখীন হবে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।